গোস্বামীপাদ সুস্পষ্টরূপেই শ্রীভগবানের ধ্যান ও কীর্ত্তনের কথা উপদেশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে "কেশবে অবহিত" শব্দে কৃতানুসন্ধান অর্থই বুঝিতে হইবে। আর "আত্মভাব" পদে আত্মভক্তি অর্থই সুসঙ্গত। তন্মধ্যেও অর্থাৎ ধ্যান, কীর্ত্তন—এই দুইটি অঙ্গের মধ্যেও শ্রমসাধ্য ধ্যান হইতে ও অনায়াসসাধ্য কীর্ত্তন হইতেই সমস্ত বন্ধন মুক্ত হইয়া পরমপদ লাভ করিতে পারে। যেহেতু কীর্ত্তনের এইরূপই মহামহিমাবিশেষ। এইপ্রকারে ২।২।৩৩ "হে মহারাজ! ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর অন্য কোন মঙ্গলময় পন্থা নাই"—এই শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া ২।৩।১ "হে মহারাজ! আপনি যাহা প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাহা বর্ণন করিলাম"। এই শ্লোক পর্য্যন্ত বিবিধ অঙ্গের শুদ্ধ ভক্তিযোগের কথা বর্ণন করিয়া শ্রীশুকদেব গোস্বামী শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকৃত মুমূর্ষু ব্যক্তির কর্ত্তব্যতাবিষয়ক প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ২।২।৩৭ "যাঁহারা সাধুমুখে শ্রীভগবানের লীলাকথা শ্রবণ করেন"—এই শ্লোকে লীলাকথা শ্রবণেরই পরম পর্য্যবসান দেখাইয়াছেন। অতএব ১২।৫।২ "হে মহারাজ! তুমি মরিবে, এইপ্রকার অবিবেক-বুদ্ধি পরিত্যাগ কর" ইত্যাদি শ্রীশুকোক্ত এই শ্লোকটি যে পরীক্ষিতের ভক্তি-নিষ্ঠা পরীক্ষা করিবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা সুন্দর বলা হইয়াছে; যেহেতু ভক্তিতেই শ্রীশুকদেবের উপদেশের তাৎপর্য্য। এইরূপ ব্যাখ্যা না করিলে শ্রীপরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তর যথাযথ হয় না। কারণ ২।৮।৩ শ্লোকে মহারাজ প্রশ্ন করিয়াছিলেন—"হে শ্রীগুরুদেব! আপনি এই কৃপা করুন, যেন অন্য বাসনা-কামনা পরিত্যাগ করিয়া নিঃসঙ্গ মনটিকে শ্রীকৃষ্ণচরণে নিবিষ্ট করিয়া দেহত্যাগ করিতে পারি।" যখন ভক্তিবিষয়ক প্রশ্ন হইয়াছিল, তখন তাহার উত্তরটিও তদনুরূপ না হইলে সে প্রশ্ন ব্যর্থ। অতএব, "যাঁহারা সাধুমুখে লীলাকথা শ্রবণ করেন"—এই উপসংহার-বাক্যদ্বারাও সুন্দরই স্থাপন করা হইয়াছে যে, লীলাকথা শ্রবণব্যতীত সংসার-সমুদ্র উত্তরণের আর অন্য কোন উপায় নাই॥ (১২।৪।৪০)॥ শ্রীশুকঃ॥ ৮৫।৮৬॥

সূতোপদেশান্তেঽপি পঞ্চভিঃ। নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনং। কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥ ৮৭॥

শ্রীমদ্ভাগবতের ১২।১২ অধ্যায়ে শ্রীপাদ সূতগোস্বামী শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণের নিকটে অনেক উপদেশ করিয়া পূর্ব্বে শ্রীবেদব্যাসের প্রতি শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদ যে কয়েক শ্লোক উপদেশ করিয়াছিলেন, উপসংহার বাক্যে সেইরূপ ৫টি শ্লোকে শ্রীভগবদ্ভক্তিরই অবশ্যকর্ত্তব্যতা উপদেশ করিয়াছেন।

হে শৌনক! নিষ্কর্ম্মতারূপ ব্রহ্মপ্রকাশক যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানটি